আমার মা'র মুল্য কত?, আমার মুল্য কত?

জিয়াউল হক

সকালে অফিসে এসে অবধি সেই যে শুরু হয়েছে, একের পর এক ব্যস্ততা! তা যেন শেষ হবার নয়। সপ্তাহের প্রথম এই দিনটি সোমবার, বরাবরই এরকম ব্যস্ত ই কাটে। তা ছাড়া ঘানা'র এক ছাত্র যিনি University of Northumbria,UK তে তাঁর কোর্স করছেন, ইউনিভার্সিটি আমাদের এই হাঁসপাতালেই তাঁকে সপ্তাহে কুড়ি ঘন্টা প্র্যাকটিস করিয়েছে গত আট নয় মাস ধরে, তাঁর সেই এ্যাডাপটেশন কোর্সও শেষ হয়েছে প্রায়। তাঁকে বিগত নয়টি মাস ধরে আমাদের প্রত্যক্ষ তত্তাবধানে রেখেই পর্যবে্ক্ষন করেছি তাঁর পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা সন্মধ্যে একটা ফাইনাল রিপোর্ট আমাকে দিতে হবে। ইউনিভার্সিটি থেকে ইতিমধ্যেই কয়েকবার আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে সেই গোপন প্রতীবেদন চেয়ে। আমি আজ অফিসে এসেই ভেবেছিলাম কাজের চাপ একটু হাল্কা হলেই ঘানা'র সেই ভদ্রলোককে নিয়ে বসব। দু একটা প্রশ্ন করে আরও একটু যাচাই করে নেব এবং সন্তোষজনক মনে হলে আজই ওর রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেব। এই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে দুপুরের পরে তাঁকে আমার অফিসে নিয়ে বসেছি কিছুক্ষন আগে। তার ইন্টার্ভিউ চলছিল এরই মাঝে ইমার্জেন্সী সংকেত বেজে উঠল, আর তার সাথে সাথেই দোতলা থেকে দক্ষিন ভারতীয় নার্স শেলী ভারগীস্ ইন্টারকমে জানালেন রিটা হবসন এর অবস্থা খুবই আশংকাজনক বলে মনে হচ্ছে তাঁর। আমি বৈঠক বাদ দিয়ে তৎক্ষনাৎ ছুটলাম উপরে এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ভেতরেই রিটা হবসন এর রুমে যেয়ে হাজির।

রিটা হবসন, ৯৩ বৎসরের বুড়ী। খুবই সুঠাম গঠন, এখনও একটা লাঠি ভর করে হেঁটে বেড়ান সারা বারান্দা জুড়ে!। সকাল বিকাল আমার ফ্লোর রাউন্ড এ তাকে দেখি তিনি কোন না কোন রুগী বা রুগীনির সাথে বিরাট ঝগড়া বাধিয়ে বসেছেন। এমন ঝগড়া, দেখে মনে হবে ভারত পাকিস্থান বা আওয়ামী লীগ-বি এন পি'র দ্বন্দ! থামতেই চায়না, থামানোও যায়না। কেয়ার এ্যাসিস্ট্যান্টরা ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে যেন তাঁকে শান্ত করতে গিয়ে!। ব্যাপারটা হলো, বুড়ি আলজাইমারস্

রোগে ভুগছেন। এরই ফলে তিনি স্মৃতীভ্রষ্টও (Demented) এবং ঐ একই রোগের অনিবার্য পরিনতিতে তিনি এমন একটা মানসিক অবস্থায় উপনিত হয়েছেন যাকে মেডিকেল সাইন্স এ বলে Disoriented । তিনি কখনই এক দন্ড স্থীর হয়ে বসতে চাইবেন না। ঐ লাঠি ভর করে তিনি সারাটা ফ্লোর হেঁটে বেড়াবেন। আবার কিছুক্ষন হাঁটাহাঁটি করতে গেলেই তিনি Postural Hypotension বা হঠাৎ করে রক্তচাপ নেমে যাওয়ার কারনে পড়ে যান । বেশ কয়েকবার তিনি এরকমভাবে আছাড় খেয়েছেন, তাঁর হিপ ফ্রাক্চার হয়েছিল, তা অপারেশনও করা হয়েছে। ফলে তাঁকে ম্যানেজ করে রাখাটা কেয়ার এ্যাসিস্টান্টদের জন্য যেমন এক কঠিন কাজ, তেমনি তা নার্সদের জন্যও একটি চ্যালেঞ্জ। বুড়ি হাঁটতে হাঁটতে সহজেই ক্লান্ত হয়ে যান, এরকম অবস্থায় তিনি সামনে যে রুম পাবেন সেই রুমেই ঢুকে পড়েন, সেখানে সেই রুমের বাসিন্দা কাউকে পেলেই তিনি তার উপরে ক্ষেপে যাবেন এবং রুমটিকে নিজের রুম বলে দাবী করে রুমের আসল মালিককে বের হয়ে যেতে বলবেন! তার সাথে বাধিয়ে দেবেন ঝগড়া। আর তার আরও একটা বিশেষ পারদর্শীতা(!) ছিল এই যে, ঝগড়া বাধলে তিনি এক নাগাড়ে গালাগালি করে যাবেন, তাঁর আওয়াজের উপরে আওয়াজ তুলে কেউ কথা বলবে, সে সুযোগ তিনি কাউকে দিতে রাজী নন!। সারাদিনই তাঁর এই ধরনের আচরনের ধারাবাহিকতা চলে। সমস্যাটি নিয়ে ফ্লোর নার্সদের কাছে সিনিয়ার কেয়ার এ্যাসিস্টান্ট এবং অন্যান্য কেয়ার এ্যাসিস্টান্টরা বার বার নালিশ করে। মাসিক পর্যালোচনা বৈঠকে দুজন মেন্টাল হেলথ নার্স আমার কাছে সে বিষয়টি জানালে আমি তাদের কাছে রিটার ফাইল চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। তার পুরো সাইকোলোজিক্যাল এ্যাসেসম্যান্টটা পড়ে দেখলাম বার বার, সেখানে দেখা যায় যে রিটা'র রিমোর্ট মেমোরি কিছুটা টিকে আছে এখনও। এখনও তিনি মনে করিয়ে দিলে তাঁর জীবনের কৈশোর যৌবনের কোন কোন ঘটনা কিছুটা হলেও মনে করতে পারেন, যদিও কিছুক্ষন পরেই স্মৃতীভ্রষ্টতার কারনে সেই সব বর্ননার ভেতরে কখনও কখনও গোঁজামিল (Confabulation) দেন। এই তথ্যটি পাবার পরেই আমি যেন একটি সুত্র পেলাম। একদিন রিটার নেক্সট অব কীন প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সি বড় মেয়েটিকে অফিসে আসার আমন্ত্রন জানালাম, তিনি এলে তাঁর সাথে কথা বলে জেনে নিলাম তাঁর মা, মিসেস রিটা হবসন এর প্রিয় শিল্পি কে ছিলেন, তাঁর প্রিয় গান কোনগুলো এবং তাঁর সাথেই পরামর্শ করে আমি একটি কেয়ার পান তৈরী করে দিলাম, আর রিটার

মেয়ে একটি সিডি পেয়ার এনে দিলেন তাঁর মা'র রুমে। কেয়ার এ্যাসিস্টেন্টরা এর পরে উক্ত সিডি পেয়ারে সেই চলিশ-পঞ্চাশ এর দশকের জনপ্রিয় শিল্পি Doris day এর গান চালিয়ে দিলে রিটা'র সে কি আনন্দ! সে কি খুশী!। রিটা তার রুমে বসে বসে বার বার সারাদিন গান শুনবেন, আর কখনও কখনও গানের তালে তালে চেয়ারে বসে বসেই বুড়ি দু হাত উপরে তুলে নাচের ভঙ্গি করবেন,যেন বসে বসেই নাচছেন!। ফ্লোর এর সকলেই খুশী। রিটাকে নিয়ে আর আগের মত সমস্যায় পড়তে হয়না।

এর পরে আমি তাঁকে নিয়মিতই দেখেছি তাঁর রুমে বসে তিনি গান শুনছেন আর গানের সাথে সাথে নিজের মাথাও নাড়ছেন। কখনওবা নিজের বেসুরো গলায় শিল্পির সাথে গলা মেলাচ্ছেন!। চলিশ এর দশকের সাড়া জাগানো এবং শ্রুতীমধুর এই গানটি ছিল রিটা'র খুবই প্রিয়। তাঁকে প্রায়ই দেখতাম তিনি বসে বসে গানটি শুনছেন। সিডি পেয়ারে গানটি বাজতে থাকাকালীন সময়ে রিটা খুব মন দিয়ে তা শুনবেন, যেন কোনদিকে তাঁর কোন খেয়াল নেই!

Que Sera… Sera…
Whatever will be will be
The future is not ours to see
Que sera sera.
When I was a little girl
I asked my mother, what will I be?
Will I be pretty? will I be rich?
Here what she said to me
Que sera sera

(ভাবানুবাদ) :

আহা... আহা.... হে... হে.....
যা হবার তা হবে-
কপালের লিখন জেনেছে কে কবে!

আহা... আহা....হে... হে...
যখন আমি ছোট্ট ছিলাম মাকে শুধাতাম-
হব কি আমি অপ্সরী, হবে কি টাকা কড়ি?
বলতেন মা জবাবে, "আমাদের হি হাত ভবিতব্যে?
যা হবার তা হবে।"
আহা... আহা... হে... হে...

আমি তাঁর এই মনযোগ দিয়ে গান শোনাটার প্রতি আকৃষ্ঠ হলাম। তিনি কেন এই বিশেষ গানটিই বার বার এমনভাবে শোনেন?। গানটি কি তাঁর ছোটকালের কোন স্মৃতী মনে করিয়ে দেয়? তিনি কি ফিরে যান তাঁর অতিতে? তিনি কি মনে করতে পারেন তাঁর অতিত জীবন? পারলে কতটুকই বা পারেন? এসব নানা প্রশ্ন আমার মনে আসত। কিন্তু তাঁর মানসিক অবস্থা , তাঁর বয়স এসব বিচারে তাঁর কাছ থেকে আমার এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করাটা খুবই কঠিন এক বিষয় ছিল। কিন্তু তার পরেও আমি এবং আমরা সকলেই খুব খুশী ছিলাম কারন তিনি এখন আগের চেয়ে অনেকটাই শান্ত। তাঁর অস্থিরতা কিছুটা কমে এসেছে। তাঁর মেয়েও আমাদের উপরে খুব খুশী।

গত বৎসর মাদার'স্ ডে'তে বিকেলের দিকে তাঁর মেয়ে মিসেস ডেভিডসন এলেন তাঁর মা'র জন্য গ্রিটিংস্ কার্ড এবং সাথে কিছু খাবার নিয়ে। কিছুক্ষন পরেই তিনি আমার অফিসে এসে হাজির, তাঁর চোখ মুখ রাগে লাল হয়ে আছে, তিনি আমার অফিসে এসেই হম্বি তম্বি শুরু করলেন, নালিশ জানালেন এবং তিনি তাঁর মা'র প্রতি এই অসাদাচারন এর জবাব চান, এর প্রতিকার চান। ব্যাপারটি কি জানতে চাইলে তিনি বললেন, তাঁর এক ভাই অস্ট্রেলিয়ায় সেটেল্ড। সেই ভাই সেখান থেকে তাঁর মা'র জন্য একটি গ্রিটিংস্ কার্ড পাঠিয়েছেন এই মাদারস্ ডে'র জন্য, আজও তা তাঁর মা'র হাতে দেয়া হলো না কেন? তিনি এর প্রতিকার চান। বললাম "মিসেস ডেভিডসন, আমি তোমাকে এই মহুর্তে এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারব না, আগে আমি দেখি সেই কার্ড আমাদের হাতে এসে পৌছেছে কিনা, তুমি একটু বস, আমি নিচে সেক্রেটারীর রুমে খোঁজ নিয়ে দেখি"। নিচে গেলাম সেক্রেটারির টেবিলে খোঁজ করতে, একটু খুজতেই ড্রয়ারে তা পেয়ে গেলাম। গতকালই এসেছে, কিন্তু সেক্রেটারী তা রীটার হাতে দিতে ভুলে গেছে। কার্ডটা

নিয়ে আমি উপরে আমার অফিসে আসলাম, তিনি তখনও বসেই আছেন, তাঁর দিকে কার্ডটা এগিয়ে দিয়ে বললাম "এই যে তোমার মা'র কার্ড। আমি দু:খিত গতকালই এসেছে তবে আমার মনে হয় আমাদের অফিস সেক্রেটারী তা তোমার মাকে পৌছে দিতে ভুলে গেছে", তাঁর রাগ কমল না ,তিনি এক রকম টান দিয়ে আমার হাত থেকে কার্ডটা টান দিয়ে নিলেন এবং বললেন কাল সকালে আমি তোমার সেক্রেটারির সাথে কথা বলব, আমি তাঁর বিরুদ্ধে অফিসিয়াল কমপেইন করব। এ ধরনের আচরন সহ্য করা যায় না"। তিনি সরোষে উঠলেন এবং আর কোন কথা না বলে চলে গেলেন। পরের দিন ঠিকই তিনি এ ব্যাপারে নালিশ করেছেন্ বেচারা সেক্রেটারীকে কৈফিয়ত তলব করা হলে সে তার ভুল স্বীকার করে জবাব দিল। আমরা অফিশিয়ালি মিসেস ডেভিডসন এবং অষ্ট্রেলিয়া বসবাস রত তাঁর ভাইকে চিঠি দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলাম এবং ভবিষ্যতে এরকম আচরন আর হবে না, সে আশ্বাসও তাঁদের দিলাম। এর পরেই সে ঘটনাটির ইতি ঘটল । সে আজ প্রায় বৎসর খানেক আগেকার ঘটনা।

জরুরী ডাক পেয়ে এসে দেখি মিসেস রিটা ফ্লোর এ পড়ে আছেন অজ্ঞান হয়ে । সম্ভবত আরও একটা স্ট্রোক করেছে । শেলী ভারগীজ জানালেন তিনি এ্যম্বুলেন্স ডেকেছেন তাঁকে জেনারেল হাঁসাপাতালে পাঠানোর জন্য এবং রীটার মেয়ে মিসেস ডেভিডসন্কেও খবর দিয়েছেন। আমি তাকে দ্রুত ট্রান্সফার পেপার রেডী করে আমার অফিসে পাঠাতে বললাম কারন পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এ্যম্বুলেন্স এসে যাবে । মাত্র দু-তিন মিনিটের মাথায় এ্যম্বুলেন্স পৌছে গেলে তাকে জেনারেল হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এর মাত্র মিনিট পাঁচেক এর মাথায় রীটার মেয়ে মিসেস ডেভিডসন কে ঢুকতে এবং কিছুক্ষনের মধ্যে বেরিয়ে যেতেও দেখলাম।

রিটা হবসন হাঁসপাতালে যাবার ঘন্টাখানেক সময় পেরিয়েছে হয়ত। আমি একটি ফোন পেলাম জেনারেল হাঁসপাতাল থেকে। অপর প্রান্ত থেকে কন্সালটেন্ট দু:খ প্রকাশ করে আমাকে জানালেন, মাত্র মিনিট দশেক আগে রিটা মারা গেছেন সেরিব্রাল স্ট্রোক এ!। তিনি রিটার নেক্সট অব কীন কে বিষয়টি জানাতে চান কিন্তু তাঁর ট্রান্সফার পেপারে নেক্সট অব কীন এর যে নাম্বার দিয়েছি সেই মোবাইল নম্বরে তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি তাঁকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারি কি না। আমি অবাকই হলাম, কারন আমি তাঁর মেয়ে মিসেস ডেভিডসন কে

আসতে দেখেছি এবং আমি নিশ্চিত যে তিনি তাঁর মার অসুস্থতার কথা জানেন, বললাম আমি ব্যাপারটা দেখছি। ভারতীয় নার্স শেলী কে ডেকে জানলাম, মিসেস ডেভিডসন আসার পরে তিনি তাঁকে তাঁর মা'র অবস্থা জানিয়েছেন এবং এও জানিয়েছেন যে, এই মাত্র তাঁর মা'কে আমরা হাঁসপাতালে পাঠিয়েছি। হাঁসপাতালে যাবার অনুরোধ করলে মিসেস ডেভিডসন শেলীকে জানান যে, আর কিছুক্ষন পরেই টিভি'তে জ্যাকপট লটারীর ড্র অনুষ্ঠিত হবে, তিনি সেই লটারীর টিকিট কিনেছেন এবং লাইভ ড্র'টি তিনি টিভিতে দেখবেন তাই তিনি এখন যেতে পারছেন না, দু:খিত। তবে তিনি রাতে একবার ফোন করে জানবেন তাঁর মা'র অবস্থা।

আমি বিস্ময়ে হতবাক। মনে পড়ে গেল গেটশেড কাউন্সিলের রেসিস্ট ইনসিডেন্ট মনিটরিং অফিসার, বন্ধুবর নাসির সাহেব একদিন বলেছিলেন, তিনি একবার তাঁর কাউন্সিলের পক্ষ থেকে এক মৃত মহিলার একমাত্র জীবিত কন্যাকে ফোন করেছিলেন তার মা'কে কবরস্থানে নেওয়া হচ্ছে, তিনি যেন তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে হাজির থাকেন। মহিলা অপারগতা জানিয়েছিল এই বলে যে, তিনি তাঁর পোষা কুকুরটিকে সাথে করে পশু চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন, পথে আছেন তাই তিনি মা'কে দাফন করার জন্য কবরস্থানে যেতে পারছেন না, তবে তিনি নাসির ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তাঁকে ফোন করার জন্য!।

আমি আমার টেবিলের উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে পাথরের মত অসাঢ় হয়ে বসে রইলাম! অংকের হিসাব মেলাতে লাগলাম। কার মুল্য বেশী, ঐ জ্যাকপট লটারীর? না একটি কুকুরের? না একজন জন্মদাত্রী মা'র?। একটি জ্যাকপট লটারীর মুল্য এক পাউন্ড মাত্র তা আমি জানি। একটি কুকুরের মুল্য অবশ্য আমার জানা নেই। আমি আমার মা'র মুল্য অবশ্য টাকার অংকে সঠিক জানি না, তবে এটুকু জানি যে, আমার সকল সম্পদতো দুরের কথা, আমার জীবনটুকুও আমি আমার মা'র জন্য হাঁসি মুখে বিলিয়ে দিতে পারি!। সেই মা'র মুল্য কি এক পাউন্ডেরও কম ? যদি তাই হয়,তবে সুধী পাঠক, আমার মুল্য কত?